মনোনীতদের বৈশিষ্ট্য

১থিষলনীকীয় ১ অধ্যায় ৫-১০ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, পৌল, সীল ও তীমথিয় তাদের পত্রের শুরুতে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ৩ পদে, তাদের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করার পেছনে তিনটি বিশেষ কারণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে : (১) তাদের বিশ্বাসের কাজ, (২) তাদের প্রেমের পরিশ্রম, এবং (৩) তাদের প্রত্যাশার ধৈর্য। ৪ পদে, পৌল ও তার সঙ্গীরা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছে যে, ***তারা জানে যে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত***। থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যদিও যীশুকে বিশ্বাস করেছে, বেশিদিন হয়নি, তথাপি তারা ঈশ্বরের মনোনীত হওয়ার অর্থ ভালো করেই জানে। তাই, পৌল ঈশ্বরের মনোনীত হওয়ার অর্থ এখানে ব্যাখ্যা করেনি। কারণ পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন তাদের কাছে শাস্ত্রের কথা প্রসঙ্গ করে অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল (প্রেরিত ১৭:২), তখন তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তারা তাদের জীবনে যীশু খ্রীস্টকে নিজেরা মনোনীত করে পরিত্রাণ পায়নি, ঈশ্বরই তাদেরকে যীশু খ্রীস্টেতে মনোনীত করেছেন (যোহন ১৫:১৬)। আর ঈশ্বর যখন তাদের মনোনীত করেছেন, তখন তিনি তাদের পৈত্রিক পরম্পরা, বা সামাজিক মর্যাদা, বা শিক্ষাগত যোগ্যতা, বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বা ধর্মীয় আচার-আচরণ দেখে বা আশা করে মনোনীত করেননি (১করিন্থিয় ১:২৭-২৮; ৪:৭; ইফিষীয় ১:৪; ২:৮), কিন্তু ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে তাদের মনোনীত করেছেন (ইফিষীয় ১:১১; রোমীয় ৮:২৮-২৯)। কারণ, ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির পূর্বে তাদের মনোনীত করেছেন (ইফিষীয় ১:৪-৫)।

এখন, একথা খুবই স্পষ্ট যে, তাদের এইভাবে ঈশ্বরের মনোনীত হওয়াটা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের এক্তিয়ার। তাহলে, থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে ঈশ্বরের মনোনীত, তা পৌল ও তার সঙ্গীরা জানল কীভাবে? আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, অর্থাৎ ৫-১০ পদ, সেখানে পৌল আমাদের দেখিয়েছে যে, সে কীভাবে জানল যে, থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত। এ বিষয়ে পৌল দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছে, যার দ্বারা ঈশ্বর মনোনীত প্রত্যেক বিশ্বাসীকে জানা সম্ভব। প্রথমটি, পৌলের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় *(subjective)*, কিন্তু দ্বিতীয়টি, সম্পূর্ণ বাস্তববাদী *(objective)*। (১) সুসমাচার প্রচারের সময় পৌল ও তার সঙ্গীদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা (৫ পদ) এবং (২) সুসমাচার শোনার পর থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতিক্রিয়া (৬-১০ পদ)।

১। সুসমাচার প্রচারের সময় পৌল ও তার সঙ্গীদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা (৫ পদ)- ৫ পদে, পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীতে প্রথম সুসমাচার প্রচার করেছিল, তখন তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পৌল পিছনে ফিরে গেছে। তাদের সেই অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে পৌল লিখেছে, ***"আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল।"*** পৌল স্মরণ করতে পারছে যে, তারা যখন থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তখন তা ***"কেবল বাক্যে"*** প্রচার ছিল না; যার অর্থ, তা সামান্য বাগ্মীতা ছিল না। কারণ, মানুষের সর্বোত্তম বাগ্মীতাও কোনও আত্মার পরিত্রাণ করতে পারে না। পৌল তার প্রথম ও দ্বিতীয় মিশনারী যাত্রার মাধ্যমে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কারণ, প্রেরিত ১৬:৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে, এশিয়া দেশে সুসমাচার প্রচার করতে পবিত্র আত্মা পৌলকে নিবারিত করেছে; আবার এখন, করিন্থে এসে পৌল উপলব্ধি করেছে যে, জ্ঞানের প্ররোচক বাক্য কোনও কাজে লাগে না (১করিন্থিয় ২:৪)। পরিবর্তে, ঈশ্বরের যে সুসমাচারকে (২:৮, ৯) তারা নিজের করে নিয়েছিল (আমাদের সুসমাচার), তা যখন তারা থিষলনীকীয়দের কাছে প্রচার করেছিল, তখন সেই প্রচারের মধ্যে ছিল শক্তি, পবিত্র আত্মা ও নিশ্চয়তা।

এই সুসমাচার যেহেতু কোনও মানুষের তৈরী নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের, সেইহেতু সুসমাচার নিজেই হল ***শক্তি*** (রোমীয় ১:১৬)। এ কথার অর্থ, এই নয় যে, সুসমাচার শক্তির কথা বলে, যদিও তা সত্য। কিন্তু এ কথার অর্থ, যখন বিশ্বস্ততার সঙ্গে সুসমাচার প্রচারিত হয়,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তখন ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন ও কাজ করেন। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বর যদি এই কাজ না করেন, পাপীদের কাছে আমরা যতো নিষ্ঠার সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করি-না-কেন, তাতে কোনও ফল হয় না। কারণ পাপীরা কখনও কীভাবে ভালো হওয়া যায়, তা শুনতে চায় না; কিম্বা তাদের পাপের জন্য খ্রীস্ট মরেছেন, একথাও তারা শুনতে চায় না। যদি না, ***পবিত্র আত্মা*** ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহে কাজ করেন। হ্যাঁ, সুসমাচার প্রচারের সময় পবিত্র আত্মাই এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত। পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের জন্য যে পরিত্রাণ পূর্বে প্রস্তুত করেছেন, পবিত্র আত্মা সুসমাচারকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের মনোনীতদের সেই পরিত্রাণের পথে পরিচালনা দিয়ে থাকেন। তাই, সুসমাচারের সত্য উপস্থাপন কখনও লোকদের কাছে কোনও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে না। পরিবর্তে, বিশ্বস্তভাবে সুসমাচার প্রচারিত হলে, খ্রীস্টের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় (প্রেরিত ১:৮)।

কেবল তা-ই নয়, তাদের কাছে সুসমাচার ***অতিশয় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল***। এখানে যে নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে, তা কোনও মানুষ দিতে পারে না; কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন বিশ্বাসীদের মধ্যে কাজ করেন, তখনই কেবল তারা তা লাভ করে থাকে। এখানে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়নি; কিন্তু পবিত্র আত্মা পৌল ও তার সঙ্গীদের যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, সেই নিশ্চয়তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, পৌল এখানে তার পাঠকদের বলছে যে, তারা যে ঈশ্বরের মনোনীত, তা পৌল ও তার সঙ্গীরা কীভাবে জেনেছে। থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে ঈশ্বরের মনোনীত, তা পৌল জেনেছে, যেহেতু পবিত্র আত্মা পৌল ও তার সঙ্গীদের এই নিশ্চয়তা দিয়েছে, যখন তারা তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিল।

এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে, পৌল তাদের নিজেদের জীবনকেও তাদের স্মরণ করতে বলেছে : ***"তোমরা তো জানো, আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য কী প্রকার লোক হয়েছিলাম।"*** সেই সময়কার অন্যান্য ভ্রাম্যমান দার্শনিকরা যেখানে নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে তাদের জ্ঞানের কথা লোকদের শোনাত; সেখানে পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নয়, কিন্তু থিষলনীকীয়দের আত্মার পরিত্রাণার্থে সমস্ত কষ্টস্বীকার করে, প্রাণ হাতে নিয়ে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিল। পৌল ও তার সঙ্গীরা তা করতে পেরেছিল, কারণ সুসমাচার এমন শক্তির অধিকারী, যা তাদের তা করতে বাধ্য করেছিল। আজ আমরাও পৌলের ন্যায় সেই একই সুসমাচার পেয়েছি, সেই একই শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করছে; তাহলে, আমাদের প্রয়োজন আমাদের জীবনও যেন পৌলের মতো হয়। কারণ, সুসমাচারের ফল যদি আমরা নিজেরা আমাদের জীবনে ধারণ না করি, আমরা কখনও এমন আশা করতে পারি না যে, অন্যরা সেই সুসমাচারে কান দেবে।

২। সুসমাচার শোনার পর থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতিক্রিয়া (৬-১০ পদ)- পৌল ও তার সঙ্গীরা নিশ্চিত যে, থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত, তার দ্বিতীয় কারণ, সুসমাচার শোনার পর এই সমস্ত বিশ্বাসীদের আচরণ, তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। পৌল ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে সুসমাচার শোনার পর এই সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে যে নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, পৌল তার কথা এখানে উল্লেখ করেছে। সুসমাচারের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে পৌল দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছে : ক) তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের এবং প্রভুর অনুকারী হয়েছে (৬ পদ), এবং খ) অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসীর আদর্শ হয়েছে (৭-৮ পদ)।

ক) তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের এবং প্রভুর অনুকারী হয়েছে (৬ পদ)- সুসমাচার শোনার পর থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা কেবল বাক্যবাগীশ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তারা অনুকারী হয়েছে। তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের এবং প্রভুর অনুকারী হয়েছে। পৌল ও তার সঙ্গীরা যেহেতু তাদের কাছে উপযুক্ত অদর্শের জীবন তুলে ধরেছে (৫খ), সেইহেতু তারা পৌলদের অনুকারী হয়েছে। এইভাবে, নতুন বিশ্বাসীরা প্রথমে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারকারীদের অনুকরণ করে থাকে, যা তাদেরকে শেষ পর্যন্ত প্রভুরই অনুকারী করে তোলে। কারণ, সুসমাচরের প্রকৃত প্রচারক তাদের কথায় ও কাজে (জীবনে) প্রভুরই অনুকরণ করে থাকে। তাই, ১করিন্থিয় ৪:১৬ পদে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে বলেছে, ***"তোমরা আমার অনুকারী হও"***; আবার ১করিন্থিয় ১০:৩৪ (১১:১) পদে, পৌল বলেছে, ***"আমি যেমন খ্রীস্টের***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অনুকারী, তেমনই তোমরা আমার অনুকারী হও।'' আর এইভাবে, যারা পৌলের ও প্রভুর অনুকারী হয়, তারা ঈশ্বরেরও অনুকারী বটে (ইফিষীয় ৫:১)।

এখন, বিশ্বাসী আমরা যে, সমস্ত বিষয়েই ঈশ্বর বা প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুকারী হতে পারি, তা নয়। তিনি আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা, আমরা কখনও তাঁর ন্যায় অন্যদের পরিত্রাতা হতে পারি না। কিন্তু যে বিষয়ে আমরা তাঁর অনুকারী হতে পারি, এবং যে বিষয়ে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা প্রভুর অনুকারী হয়েছিল, তা হল, *"বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে বাক্য গ্রহণ।''* থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচারের শুরু থেকেই বিভিন্ন বিরোধী মনোভাব কাজ করেছিল। ধরা যেতে পারে, যে ইহূদীরা বাজারের কয়েকজন দুষ্ট লোককে দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে পৌল ও তার সঙ্গীদের থিষলনীকী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৫), এমনকী বিরয়া পর্যন্ত এসে লোকদের অস্থির ও উদ্বিগ্ন করেছিল (প্রেরিত ১৭:১৩), তারা থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের নিগৃহীত করতে ছাড়েনি; অন্যদিকে, স্থানীয় পরিজাতিরাও তাদের দুঃখ দিয়েছে (১থিষ. ২:১৪)।

তথাপি তারা আনন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিল। কারণ তারা পৌল ও সীলকে অনুকরণ করেছিল, যারা থিষলনীকীতে আসবার ঠিক আগে, ফিলিপীতে লোকদের সামনে কাপড় খুলে বেধরক মার খেয়েছিল, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; তথাপি মাঝরাতে প্রার্থনা করতে করতে আনন্দে ঈশ্বরের জয়গান করেছিল (প্রেরিত ১৬:২২-২৫)। পৌল, সীল বা থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের পক্ষে এমন ক্লেশভোগের মধ্যেও আনন্দ করা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? তাদের এই আনন্দ পরিবেশ বা পরিস্থিতির আনুকূল্যের ফল ছিল না, কিন্তু তা তারা খ্রীস্ট তথা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে পেয়েছিল (পবিত্র আত্মার আনন্দ)। কারণ, পবিত্র আত্মার ফলের একটি দিক হল আনন্দ (গালা ৫:২২)। এখন, একথা সত্য যে ক্লেশ সর্বদাই কষ্টদায়ক, কিন্তু খ্রীস্টের ক্লেশভোগের দ্বারা যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তাদের কাছে ক্লেশভোগ নতুন অর্থ লাভ করেছে। তাই, তারা প্রভুর ক্লেশে অংশগ্রহণের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে থাকে (ফিলিপীয় ১:২৯; ১পিতর ৪:১৩; ২তীমথিয় ৩:১২, প্রেরিত ৫:৪১)।

আপনি হয়ত আপনার পরিবারে একমাত্র ব্যক্তি, যে যীশুকে বিশ্বাস করে। আর সেই কারণে, পরিবারের অন্যরা আপনাকে নিয়ে সর্বদা ঠাট্টা-মস্করা করে থাকে। আপনি হয়ত এমন কোনও অফিসে কাজ করেন, যেখানে সবাই কাজে ফাঁকি দেয়, চুরি করে, টাকার জন্য কাজ করে; কিন্তু আপনি একা বিশ্বাসী হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভুর গৌরবার্থে কাজ করেন (তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য), জানেন তিনিই আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ সমস্তের মধ্যে আপনি কি আত্মার আনন্দ উপভোগ করেন? এর উত্তর নির্ভর করছে, আপনি কি আপনার প্রভুকে অনুকরণ করে চলেছেন?

খ) অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসীর আদর্শ হয়েছে (৭-৮ পদ)- থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যখন পৌল ও খ্রীস্টের অনুকারী হয়েছে, তখন তারাও অন্যান্য বিশ্বাসীদের আদর্শ হয়েছে। ৭ পদানুসারে, তারা তৎকালীন রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গ্রিস দেশ যে দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, সেই মাকিদনিয়া (ফিলিপী, বিরয়া ও থিষলনীকী যার অন্তর্গত ছিল) ও আখায়ার (এথেন্স ও করিন্থ যার অন্তর্গত ছিল) সমস্ত বিশ্বাসীর আদর্শ হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, ৮খ পদ অনুসারে, কেবল এই দুই প্রদেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস, তার কথা বিশ্বাসীদের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে (যার অর্থ, প্যালেষ্টাইন, সীরিয়া, এশিয়া মাইনর বা রোমের বিশ্বাসীদের কাছে)। পৌল তা জেনেছে, কারণ পৌল নিজে এখন করিন্থে আছে ও সেখানকার বিশ্বাসীদের কাছ থেকে সে সেই কথা শুনতে পাচ্ছে; অন্যদিকে আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লা রোম থেকে করিন্থে এসে উপস্থিত হয়েছে (প্রেরিত ১৮:২), তাদের কাছ থেকেও পৌল নিঃসন্দেহে খবর পেয়েছে।

এখন, তারা কীভাবে এতো বিশ্বাসীর কাছে আদর্শ হয়েছে? তার উত্তর ৮ পদে প্রথমাংশে দেওয়া হয়েছে: *"কারণ তোমাদের থেকে প্রভুর বাক্য ধ্বনিত হয়েছে।''* এর অর্থ, তারা কেবল সুসমাচার শুনে গ্রহণ করেনি, কিন্তু তা অন্যদের কাছেও প্রচার করেছে। হ্যাঁ, এর অর্থ, তারা সুসমাচার পাবার পর, কেবল সমাজ সেবায় অর্থ ও সময় ব্যয় করেনি, কিন্তু অন্যদের কাছে সুসমাচার, তথা ঈশ্বরের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস তার কথা (৮খ) প্রচারের দ্বারা তারা অন্যদের আদর্শ হয়েছে। এখানেও আমরা সুসমাচারের শক্তিকে উপলব্ধি করি, যা সমস্ত ক্লেশের মধ্যে সুসমাচারকে কেবল গ্রহণ করা নয়,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কিন্তু অন্যদের কাছে তা প্রচার করতে তাদের উদ্দীপ্ত করেছে। সুসমাচার যদি কেবল মানুষের তৈরী দর্শন হতো, তাহলে তা কখনও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা ঈশ্বরের বাক্য হওয়ায় সম্ভব হয়েছে।

এখন, তারা যেহেতু পৌল ও তার সঙ্গীদের অনুকরণ করেছিল, সেইহেতু তারা কেবল তাদের কথায় সুসমাচার প্রচার করেনি, কিন্তু তাদের জীবনের দ্বারাও তারা সুসমাচার প্রচার করেছে (২:১০)। প্রকৃত মনপরিবর্তনের ফলস্বরূপ, তাদের জীবনে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন, যাদের কথা পৌল ৯ ও ১০ পদে উল্লেখ করেছে-

(১) প্রতিমাদের ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন, খ্রীস্টবিশ্বাসী হবার পর, আমাদের পুরাতন জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার বিচ্ছেদ প্রয়োজন। আমাদের পুরাতন সমস্ত প্রতিমা থেকে মুক্ত হতে হবে। থিষলনীকীর লোকদের জীবনের সমস্ত দিক প্রতিমা-পূজায় পূর্ণ ছিল। থিষলনীকী থেকে মাত্র ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অলিম্পাস পাহাড় ছিল, যাকে সমস্ত গ্রিক দেব-দেবীদের বাসস্থান হিসাবে চিন্তা করা হত। ফলস্বরূপ, থিষলনীকীর অধিবাসীদের জীবনের উপর তাদের প্রভাব সহজেই কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু সুসমাচার পাবার পর, তারা উপলব্ধি করেছে যে, সেই সমস্ত দেব-দেবী কেবল অসার-বস্তু মাত্র, মৃত, কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারে না (প্রেরিত ১৪:১৫; গীত ৯৬:৫; ১১৫:৪)। তাই, ছোটবেলা থেকে তাদের পারিবারিক পরম্পরায় সেই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এসেছে এক ধর্মীয় বিপ্লব। প্রেরিতরা যেমন জগৎ-সংসারকে লণ্ডভণ্ড করেছিল (প্রেরিত ১৭:৬), তেমনই তাদের অনুকরণকারীরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই সমস্ত দেবদেবীদের দূর করেছিল। মিথ্যা দেবদেবীদের কেবল দূর করা নয়, তারা প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছে।

যীশুকে বিশ্বাস করার অর্থ, ৩৩ কোটি দেবতার পাশাপাশি যীশুকেও বিশ্বাস করা নয়; কিন্তু ৩৩ কোটিকে ত্যাগ করে কেবল যীশুকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। যেখানে প্রকৃত মনপরিবর্তন ঘটে, সেখানে সর্বদা এই ধরণের অনুগত্যের আমূল পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। যীশুর কথায়, *"কেউই দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না; . . . তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করতে পার না"* (মথি ৬:২৪)। দেবদেবীতে পরিপূর্ণ সমাজে প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা উপলব্ধি করেছিল যে, যীশু খ্রীস্ট ও দেবদেবীদের একসঙ্গে অবস্থান অসম্ভব।

(২) জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করছে। মিথ্যা বা নকল দেবদেবীদের পরিবর্তে তারা যে জীবন্ত ও সত্য বা খাঁটি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে, তারা তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। যীশুকে বিশ্বাস করার আগে আমরা নিজেদের ও পাপের সেবা করেছি; কিন্তু পাপের ক্ষমা পাবার পর আমরা আমাদের পরিত্রাতার সেবা করে থাকি। এখানে সেবা করার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ক্রীতদাসের জন্যও সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার, এই পদে বর্তমান কালকে ব্যবহার করায়, এর অর্থ, কখনও কোনও এক মুহূর্তে কেবল সেবা করা নয়, কিন্তু ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে সেবা করা, যেমন একজন ক্রীতদাস করে থাকে। আমরা যদি পরিত্রাণ পেয়ে থাকি, আমরা কখনও আমাদের পরিত্রাতার সেবা করা থেকে বিরত হব না।

(৩) প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। ১০ পদে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য তাদের অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। এই অপেক্ষা কেবল সময় গোনা নয়, কিন্তু ধৈর্য ও আস্থা সহকারে প্রস্তুততিকে নির্দেশ করে। এখন, তাদের এই অপেক্ষা সেই যীশুর জন্য, (অ) যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং (আ) যিনি আগামী কোপ থেকে আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্তা। যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করার অর্থ, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। পরিশুদ্ধ হৃদয় ও জীবন নিয়ে তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আজ আপনার পরিস্থিতি কী? আজ আমরা শিখলাম পৌল কীভাবে জানতে পেরেছিল যে, থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত। আজ আমরা যখন আত্ম-সমীক্ষা করি, তখন আমরা নিজেদের বিষয় কী চিন্তা করি? আমরা কি ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে সুসমাচার গ্রহণ করার দ্বারা খ্রীস্টের অনুকারী? আমরা কি সুসমাচার প্রচারের বিষয় অন্য বিশ্বাসীদের কাছে আদর্শ? আমরা কি সেই সুসমাচারের দ্বারা পুরানো দেবদেবীদের থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছি, কেবল তাঁরই সেবা করছি ও যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত? আমরা কি দিনের ২৪ ঘণ্টাই বিশ্বাসী?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com